সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজিঃ নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৭তম বর্ষ ❑ ১২তম সংখ্যা ❑ চৈত্র-১৪৩১, মার্চ-এপ্রিল-২০২৫ ❑ পৃষ্ঠা ৮

অনাবাদি ও পতিত জমির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে ... ২

বরিশালে কৃষক প্রশিক্ষণে বিনার মহাপরিচালক ... ৩

বিনা উপকেন্দ্র কুমিল্লার আয়োজনে কৃষক ... ৪

যশোরে ডিএই ইফনাপ প্রকল্পের বিষয়ভিত্তিক সেমিনার অনুষ্ঠিত ... ৫

সুনামগঞ্জ হাওরে বোরো ধান কর্তনের উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জের আয়োজনে সদর উপজেলার লক্ষণশ্রী ইউনিয়নের বাহাদুরপুর গ্রামের দেখার হাওরে বোরো ধান কাটা উৎসবের উদ্বোধন ও কৃষক-কৃষাণীদের সাথে মতবিনিময় সভা ১০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট. জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)। তিনি দেখার হাওরে আনুষ্ঠানিকভাবে বোরো ধান কাটা উৎসবের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে মাননীয় উপদেষ্টা বলেন, চলতি অর্থবছরের বোরো মৌসুমে ধান, চাল ও গমের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করেছে সরকার। আগামী ২৪ এপ্রিল থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ধান-চাল সংগ্রহ করা হবে। মাননীয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, এ বছর দেশে ফসলের উৎপাদন খুব ভালো হয়েছে। এবার খাদ্য সংকটের কোনো আশঙ্কা নেই। দেশে কোনো খাদ্য সংকট হবে না। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য মজুদও আছে।

হাওরের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার প্রসঙ্গে কৃষি উপদেষ্টা বলেন, বাঁধের কোনো সমস্যা থাকলে অবগত করার জন্য পরামর্শ *এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১*

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) সুনামগঞ্জে দেখার হাওরে বোরো ধান কাটা উৎসব উদ্বোধন করেন

কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় কৃষি সচিব

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন ড. মোহাম্মদ ইমদাদ উল্লাহ মিয়ান সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

সমুদ্র কন্যা সন্দ্বীপকে বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন সংযুক্তি (Multimodal Transport Connectivity) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টার শুভ উদ্যোগের সুচনার দিন ২৪ মার্চ ২০২৫ কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয়সহ সিতাকুণ্ডের বাঁশবাড়িয়ায় এবং পরে সন্দ্বীপের গুপ্তছড়া ফেরিঘাট উদ্বোধনের পর *এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১*

বরিশালে অতিরিক্ত সচিবের সাথে কৃষি কর্মকর্তাদের মতবিনিময়

মতবিনিময় সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. জাকির হেসেন (সম্প্রসারণ অনুবিভাগ) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

বরিশালে অতিরিক্ত সচিবের সাথে কৃষি কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা নগরীর কবি জীবনানন্দ দাশ সড়কে অবস্থিত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) হলরুমে ৮ মার্চ ২০২৫ আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ অনুবিভাগ) মো. জাকির হেসেন। ডিএইর অতিরিক্ত পরিচালক *এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম১*

অনাবাদি ও পতিত জমির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ কাজী মজিবুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চলের আয়োজনে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে "অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প (সংশোধনী ২য়)"এর অর্থায়নে অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, সিলেট অঞ্চলের সম্মেলন কক্ষে এক সেমিনার ১৫ মার্চ ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত সেমিনারে কৃষিবিদ বিমল চন্দ্র সোম, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. মোহাম্মদ কাজী মজিবুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন অনাবাদি ও পতিত জমির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। তিনি আরো বলেন এ প্রকল্পের মাধ্যমে বসতবাড়ির আঙ্গিনায় ও আশ্রয়ণ প্রকল্পের সামনের পতিত জয়গাসমূহে পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনের মাধ্যমে পরিবারগুলোর দৈনন্দিন সবজির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সেমিনারে প্রকল্প কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ ড. মো. আকরাম হোসেন, প্রকল্প পরিচালক (ইফনাপ), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

কীনোট উপস্থাপন করেন ড. মো. শহিদুল ইসলাম, প্রফেসর, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য আলোচনা করেন। এ ছাড়াও উপজেলা কৃষি অফিসারবৃন্দ প্রকল্পভুক্ত এলাকার চলতি বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন।

গোয়াইনঘাট উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রায়হান পারভেজ রনি এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. মাহমুদুল ইসলাম নজরুল, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র মৌলভীবাজার।

দিনব্যাপী সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সিলেট অঞ্চলের ডিএই, এআইএস, ব্রিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

মোঃ জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

পাবনায় আইডিএম প্যাকেজে পেঁয়াজের পার্পল ব্লচ রোগ নিয়ন্ত্রণে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

পাবনা'য় পেঁয়াজের পার্পল ব্লচ রোগ নিয়ন্ত্রণে আইডিএম প্যাকেজ এর উপযোগিতা শীর্ষক মাঠ দিবস উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ১১ মার্চ ২০২৫ পাবনা সুজানগর উপজেলার মথুরাপুর মাঠ প্রাঙ্গণে এ মাঠ দিবসের আয়োজন করেন। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ হারুনর রশিদ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মাত্রই প্রতি লিটার পানির সাথে লুনা সেনসেশন ০১ মিলি হারে ১০-১২ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করতে হবে। প্রধান অতিথি পার্পল ব্লচ রোগ নিয়ন্ত্রণে আইডিএম প্যাকেজ অনুস্মরণ করে পেঁয়াজ চাষাবাদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মোঃ শামীম হোসেন মোল্লা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বিএআরআই, পাবনা। এ সময় তিনি বলেন, কৃষি বিজ্ঞানীরা কৃষির উন্নয়নে প্রতিনিয়ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে কৃষকের নিকট পৌঁছে দিচ্ছে। নতুন প্রযুক্তি

মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ হারুনর রশিদ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর।

পেঁয়াজের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর রোগ হলো পার্পল ব্লচ। এই রোগ প্রতি বছরই পেঁয়াজে আক্রমণ করে থাকে। উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীরা এই রোগ নিয়ন্ত্রণে গবেষণা করে আইডিএম প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছেন। পেঁয়াজের পার্পল ব্লচ রোগ নিয়ন্ত্রণে আইডিএম প্যাকেজ সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি। আইডিএম হলো সমন্বিত রোগ দমন ব্যবস্থাপনা। যা ফসলের জমিতে নির্দিষ্ট মাত্রায় সার প্রয়োগ, সঠিক দূরত্বে চারা রোপণ ও রোগের উপস্থিতি দেখা মাত্রই নির্ধারিত বালাইনাশক প্রয়োগ করে পার্পল ব্লচ রোগ সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আইডিএম প্যাকেজে প্রতি ৩৩ শতাংশ জমিতে ১০ মণ গোবর সার, ইউরিয়া ৪০ কেজি, টিএসপি ৩৫ কেজি, পটাশ ৩০ কেজি, দস্তা ১ কেজি, বোরন সার ১ কেজি ও জিপসাম ২০ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে। সারি থেকে সারি ও কন্দ থেকে কন্দ ১০ সেন্টিমিটার x ১০ সেন্টিমিটার দূরত্বে পেঁয়াজের চারা রোপণ করতে হবে। রোগ দেখা আসলে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই সাদরে গ্রহণ করুন। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের ফলে আজ কৃষি এত সমৃদ্ধ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর।

ড. মোঃ মনিরুজ্জামান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ শামীম আখতার, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা; ড. রুম্মানা ইসলাম, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা; রুমানা মমতাজ, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা; কৃষিবিদ মোঃ খালেদীন আনাম, সহকারী তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস পাবনা। মাঠ দিবসে প্রদর্শনী কৃষক মোঃ রবিউল ইসলাম আই ডি এম প্যাকেজ এর মাধ্যমে পেঁয়াজ চাষের সফলতা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকসহ ১২০ জন কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

কৃষকের একই জমিতে হাসছে চার রঙের ফুলকপি

কুমিল্লার বিভিন্ন উপজেলার জমিতে এখন শোভা পাচ্ছে চার রঙের ফুলকপি। তার মধ্যে রয়েছে সাদা, সবুজ, বেগুনি ও হলুদ। শুধু রঙে রঙিন নয় সাদা থেকে রঙিন ফুলকপির পুষ্টিগুণ অনেক বেশি। এ ছাড়া দামও সাদা থেকে দ্বিগুণ। কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার শাহ দৌলতপুর গ্রামের মাঠে রঙিন ফুলকপির চাষ করতে দেখা গেছে। গ্রামের কৃষক আশেকুল ইসলাম ৪৩শতক জমিতে চার রঙের ফুলকপি চাষ করেছেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুমিল্লার উপপরিচালক আইউব মাহমুদ বলেন, ফুলকপি শীতকালীন অন্যতম সবজি। রঙিন ফুলকপি সম্ভবত একটু গরম সহিষ্ণু। তাই গরমে ভালো ফলন পাওয়া যাচ্ছে। এর বীজ এতো সহজলভ্য নয়। বীজ আমদানি সহজ করা গেলে বৈচিত্র্যময় সবজির চাষ আরো বাড়বে।

উপজেলা কৃষি অফিসার আফরিনা আক্তার বলেন, লাভজনক হওয়ায় রঙিন ফুলকপি চাষের দিকে ঝুঁকছেন কৃষক। এদিকে সাদা ফুলকপির চেয়ে রঙিন ফুলকপিতে পুষ্টিগুণ অনেক বেশি। কচুতে যে পরিমাণ ভিটামিন 'এ' থাকে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ থাকে হলুদ ফুলকপিতে। বেগুনি রংয়ের ফুলকপিতে থাকে অ্যান্থোসায়ানিন। যা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এছাড়া ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোষ ধ্বংস করে, উচ্চ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

আশেকুল ইসলাম বলেন, কৃষি অফিসের পরামর্শে গত দুই বছর ধরে এই রঙিন ফুলকপি চাষ করছি। প্রথমে মানুষ হাসাহাসি করতো। কেউ কিনবে কিনা, দাম পাবো কিনা এসব নিয়ে নানা কথা বলতো। এখন ভালো ফলন দেখে তারা জমি দেখতে আসেন। নিজেরাও চাষের আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তিনি আরো বলেন, ৪৩ শতক জমিতে তার খরচ হয়েছে ৫৬ হাজার টাকা। এখন পর্যন্ত দেড়লাখ টাকার ফুলকপি বিক্রি করেছেন।

কৃষক আবু হানিফ, মিনহাজুল ইসলাম ও আবুল কাশেম বলেন আশেকুল ইসলামের জমিতে রঙিন ফুলকপির চাষ দেখে প্রথমে আমরা বিস্মিত হয়েছি আগামীতে এই রঙিন ফুলকপির চাষ করবো। (৭ এপ্রিল ২০২৫)

মোঃ মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

কৃষি বিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন
১৬১২৩ *নম্বরে*
সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত (শুক্রবার, শনিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)

বরিশালে কৃষক প্রশিক্ষণে বিনার মহাপরিচালক

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. আবুল কালাম আজাদ মহাপরিচালক, বিনা

বিনা উদ্ভাবিত ফসলের জাত পরিচিতি, চাষাবাদ, বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ ৭ এপ্রিল ২০২৫ বরিশালের রহমতপুরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) উদ্যোগে এর নিজস্ব হলরুমে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিনার মহাপরিচালক ড. মো. আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোসাম্মৎ মরিয়ম, সিমিট বাংলাদেশের বরিশাল অঞ্চলের হাব ম্যানেজার হীরালাল নাথ এবং বাবুগঞ্জের উপজেলা কৃষি অফিসার মোহা. আব্দুর রউফ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিনার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. ছয়েমা খাতুন।

দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিনা উপকেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. মাহমুদ আল নূর, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নাজমুন নাহার, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিক, সিমিট বাংলাদেশের গবেষণা উন্নয়ন সমন্বয়ক মো. শহীদুল ইসলাম, বাবুগঞ্জের কৃষক কবির হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অর্ধশতাধিক কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, প্রাকৃতিক কারণেই দক্ষিণাঞ্চলে আমন ধান কাটতে দেরি হয়ে যায়। এরপর পরবর্তী ফসল চাষে কিছুটা সমস্যা দেখা দেয়। তাই এখানে ফসল চাষাবাদে এমন জাত নির্বাচন করতে হবে যাতে খরিফ-২ এবং রবি মৌসুমে অন্তত দুটো শস্য আবাদ করা যায়। এক্ষেত্রে, আমন ধান এবং সরিষার স্বল্পজীবনকালীন জাত বেছে নিতে হবে। সে হিসেবে বিনাসরিষা-৯ বেশ উপযোগী। এই জাতটি ৫-৭ দিন বৃষ্টির পানিতে টিকে থাকতে পারে। দেরিতেও লাগানো যায়। কাদামাটিতেও ছিটিয়ে বোনা সম্ভব।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

প্রিয় পাঠক, এখন থেকে অনলাইনে কৃষিকথা'র গ্রাহক হতে পারবেন। অনলাইনে গ্রাহক হতে QR কোড স্ক্যান করুন।

বিনা উপকেন্দ্র কুমিল্লার আয়োজনে কৃষক ও কৃষাণী প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উপকেন্দ্র, কুমিল্লার আয়োজনে, বিনার গবেষণা ফসলের জাত পরিচিতি, চাষাবাদ পদ্ধতি, বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও উদ্যোক্তা তৈরিকরণ শীর্ষক কৃষক ও

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. আবুল কালাম আজাদ মহাপরিচালক, বিনা

কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতায় ৯ মার্চ ২০২৫ বিনা কুমিল্লার হল রুমে বিনা উদ্ভাবিত কুমিল্লা অঞ্চল উপযোগী কৃষাণী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিনার মহাপরিচালক

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

পুষ্টি কর্নার : তরমুজ

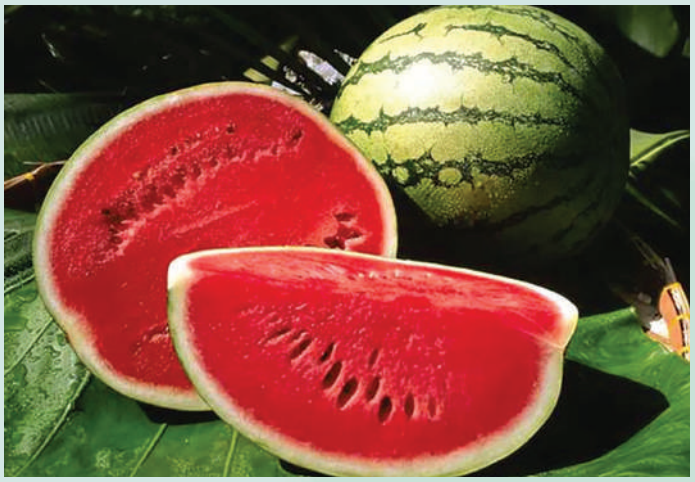

তরমুজ একটি অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, লৌহ ও ভিটামিন 'এ' বিদ্যমান। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম তরমুজ এ জলীয় অংশ ৯৫.৮ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৩ গ্রাম, হজমযোগ্য আঁশ ০.২ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ২২ কিলোক্যালরি, পানি (গ্রাম) ৯৪.২, আমিষ ০.৫ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শর্করা ৪.৪ গ্রাম, খাদ্যআঁশ ০.৪, ক্যালসিয়াম ১২ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৪ মিলিগ্রাম, জিংক ০.১৫, ভিটামিন-এ ২৯, ভিটামিন-ই ০.০৫, থায়ামিন ০.০২, রাইবোফ্লাভিন ০.০৪, ভিটামিন সি ২৩.৯ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। *সংকলন- কৃষি ডাইরি, কৃতসা, ঢাকা*

মাশরুম চাষে সফল ধামরাইয়ের জহিরুল

২০১৭ সালের দিকে সাভারের রাজা লাক ফার্মে একটি অনুষ্ঠানে ভিয়েতনামের নারকেল গাছের চারার জন্য যান জহিরুল। অনুষ্ঠানে মাশরুম উন্নয়ন ধামরাই উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আরিফুর রহমান বলেন মাশরুম পুষ্টিকর, সুস্বাদু, ঔষধী গুণসম্পন্ন। পুরোপুরি জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে

উদ্যোক্তা জহিরুলের মাশরুম ফার্ম

ইনস্টিটিউটের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত সবাইকে নারকেলের পাশাপাশি মাশরুম চাষের জন্য বলেন। পরে ওই কর্মকর্তার সহযোগিতায় সাভারে মাশরুম ইনস্টিটিউট থেকে একদিনের প্রশিক্ষণ নেন তিনি। সেখান থেকে ২০০ টাকা দিয়ে ১০/১২ টি মাশরুমের বাণিজ্যিক স্পন কেনেন তিনি। উপজেলার কুল্লা ইউনিয়নের আড়ালিয়া গ্রামে বাড়ির উঠানের একটি জায়গায় ওই মাশরুমের চাষ শুরু করেন। ভালো ফলন হওয়ায় নতুন করে আরও স্পন কেনেন তিনি।

শুরুর দিকে ছোট আকারের মাশরুমের প্যাকেট করে ঘুরে ঘুরে সাভারের বিভিন্ন ফার্মাসিতে বিক্রি করতেন জহিরুল। জহিরুলের মাশরুমের ফার্মে ২০ হাজারের বেশি বাণিজ্যিক স্পন আছে। এছাড়া মাশরুমের খড়ের বেড আছে প্রায় ৩০০টি। তিনজন শ্রমিক কাজ করেন। ১০ শতাংশ জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠা এ র্ফাম থেকে প্রতিদিন তিনি ২০-২৫ কেজি মাশরুম উৎপাদন করেছেন। মাশরুম উৎপাদনের সব খরচ শেষে প্রতি মাসে আয় করেছেন ৬০/৬৫ হাজার টাকা। মাশরুম চাষের জন্য শুরুতে শেড নির্মাণ, পানির সংযোগ সহ অন্যান্য বিষয়ে তার খরচ হয়েছিল প্রায় আড়াই লাখ টাকা। এখন তিনি সফল উদ্যোক্তা।

এটি উৎপাদন করা হয়। ঘরের ছায়ার মধ্যে বসে খুব সহজে এটি চাষ করা যায়। অল্প জায়গায় কম বিনিয়োগ করে মাশরুম চাষ করা যায়। এটি আমিষ সমৃদ্ধ, সবধরনের ভিটামিন ও খনিজ উপাদান রয়েছে। মাশরুম দিয়ে জ্যাম, জেলি,বানিয়ে খাওয়া যায়। মাশরুমের চা, স্যুপ,

চপ তৈরি করা যায়। জহিরুলের মাশরুমের ফার্মে ২০ হাজারের উপরে স্পন রয়েছে। সব মিলিয়ে এখন তার ৩০-৪০ লাখ টাকার উপকরণ রয়েছে।

তিনি শুরু করেছিলেন মাত্র ২০০ টাকা দিয়ে। ঝুঁকি বলতে শুধু মাশরুম বিক্রিতে বাজারের চাহিদা অনুসারে উৎপাদন করতে হবে এটিই। এখন বাজারে মাশরুমের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। *কামরুন্নাহার (কাঁকন) , কৃতসা, ঢাকা*

বিনা উপকেন্দ্র কুমিল্লার আয়োজনে কৃষক

চতুর্থ পাতার পর

ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন এ্যাটোমিক এ্যানার্জির শান্তিপূণ ব্যবহার করে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফল হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশেও রেডিয়েশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের স্বল্প জীবনকাল, পানি সাশ্রয়ী, অধিক ফলনশীল, জিংক ও আয়রন সমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করে বিনা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। বাংলাদেশ আজ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তারই একটি বাস্তব উদাহরণ। এখন সময় এসেছে আমাদের কৃষকদের প্রযুক্তি সম্পর্কে আরো বেশি আগ্রহী করে গড়ে তোলার। কম জমিতে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আজিজুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ডিএই, কুমিল্লা জেলার উপপরিচালক আইউব মাহমুদ, ড. ফাহমিনা ইয়াসমিন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিনা, ময়মনসিংহ, ড. মোঃ মাহবুবুল আলম তরফদার, প্রকল্প পরিচালক, বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, ড. মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, উপপ্রকল্প পরিচালক, বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, বিনা, ময়মনসিংহ, ড. রেজা মোঃ ইমন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিনা, ময়মনসিংহ, ড. মোঃ হাসানুজ্জামান রনি, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লা।

মোঃ মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

সুনামগঞ্জ হাওরে বোরো ধান কর্তনের উদ্বোধন

প্রথম পাতার পর

দেন এবং সমাধানের আশ্বাস দেন। ধান যখন কেনা শুরু হয় তখন মাঠেই মধ্যস্বত্বভোগীরা কম দামে ধান নিয়ে যায় এরকম প্রশ্নের জবাবে কৃষি উপদেষ্টা বলেন, এবার সরকার সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনছে, এই বিষয়ে আমি পরিদর্শন করছি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন- কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. জাকির হোসেন; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. ছাইফুল আলম; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ বিমল চন্দ্র সোম। কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ মো. মসীহুর রহমান; সিলেট বিভাগীয় কমিশনার মো. রেজা-উন-নবী; সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি মো. মুশফিকুর রহমান; সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়াসহ কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিভাগ ও জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ।

উল্লেখ্য, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী ১৩৭টি হাওরে দুই লাখ ২৩ হাজার ৫১০ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষ হয়েছে। ধানের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১১ লাখ ৫৫ হাজার টন। যার বাজারমূল্য সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি। চলতি মৌসুমে সুনামগঞ্জে বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে বলে জানান হাওরপাড়ের কৃষকরা। তবে বৈশাখ শুরুর আগেই হাওরের কিছু এলাকায় ধান কাটা শুরু করেছেন কৃষকরা। এতে তাদের মধ্যে আনন্দ বিরাজ করছে। সিলেট অঞ্চলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা ডিএই, এসসিএ, এআইএস, বারি, বিনা বিএডিসি (সার ও বীজ, সেচ), এসআরডিআই, বিআরআরআই, বিএসআরআই এর কর্মকর্তাগণ এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রগতিশীল কৃষক-কৃষাণীগণ অংশগ্রহণ করেন।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

যশোরে ডিএই ইফনাপ প্রকল্পের বিষয়ভিত্তিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ হাসান ওয়ারিসুল কবীর, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যশোর অঞ্চল

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টিবাগান ২য় সংশোধিত প্রকল্পের আওতায় ১৭ মার্চ ২০২৫ বিষয়ভিত্তিক সেমিনার যশোর অতিরিক্ত পরিচালকের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ হাসান ওয়ারিসুল কবীর প্রধান অতিথি হিসেবে এ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। ডিএই যশোরের উপপরিচালক ড. মোঃ মোশাররফ হোসেন এতে সভাপতিত্ব করেন।

প্রকল্প পরিচালক মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য ও প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। Dietary Approach to Boost the Hormonal System and Maintain Physical Fitness বিষয়বস্তুর উপর কীনোট পেপার উপস্থাপন করেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক তানভীর আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বক্তরা বলেন, বাংলাদেশে প্রায় ২৫৪ লক্ষ বসতবাড়ি রয়েছে যার জমির পরিমাণ প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ হেক্টর। দেশের সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নের স্বার্থে বসতবাড়ির অনাবাদি পতিত জমি ও আঙিনাসমূহ চাষের আওতায় আনতে পারলে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরপত্তা নিশ্চিতে বসতভিটায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনকে গুরুত্ব দেয়ার আহবান জানানো হয়। বক্তারা প্রকল্প এলাকার জনগোষ্টীকে আধুনিক কলাকৌশলে ফসল চাষের মাধ্যমে শস্যের উৎপাদন শতকরা ৩ থেকে ৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীবৃন্দ, হর্টিকালচার সেন্টার ও উদ্ভিদ সংগ নিরোধ কেন্দ্রের উপপরিচালক এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

"মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে সুষম সার ব্যবহার করুন, অধিক ফসল ঘরে তুলুন"

মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও ভাল ফলন পাওয়ার জন্য সুষমমাত্রায় সার ব্যবহার করা জরুরী। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট- এর ১০টি ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার (এমএসটিএল) খরিফ- ২০২৫ মৌসুমের কর্মসূচী মোতাবেক আগামী ০৫-০৫-২০২৫ খ্রিঃ থেকে ০১-০৬-২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত দেশের ৬৪টি উপজেলায় মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষা করে সুষম সার সুপারিশ কার্ড প্রদান কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। আগ্রহী কৃষাণ ও কৃষাণী ভাই বোনদেরকে নিম্ন বর্ণিত কর্মসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত ফি ২৫.০০ টাকা প্রদান করে (প্রকৃত খরচ ৪৪০.০০ টাকা) মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষাপূর্বক সুষমমাত্রায় সার ব্যবহারের পরামর্শ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কর্মসূচী → **বিশ্লেষণযোগ্য উপাদানঃ পিএইচ, ইসি, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার, জিংক ও বোরন।**

পরীক্ষার তারিখ	এমএসটিএল, উপজেলা ও জেলার নাম
মে-জুন, ২০২৫	ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার 'যমুনা'
০৫-০৭ মে	শ্রীপুর, গাজীপুর
০৮-১১ মে	পলাশ, নরসিংদী
১২-১৪ মে	কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ
১৫-১৮ মে	রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
১৯-২১ মে	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
২২-২৫ মে	শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
২৬-২৮ মে	হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ
মে-জুন, ২০২৫	ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার 'তিতাস'
১২-১৪ মে	ফুলগাজী, ফেনী
১৫-১৮ মে	হাতিয়া, নোয়াখালী
১৯-২১ মে	হাইমচর, চাঁদপুর
২২-২৫ মে	রামগঞ্জ, লক্ষীপুর
২৬-২৮ মে	বুড়িচং, কুমিল্লা
২৯-০১ মে-জুন	কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
মে-জুন, ২০২৫	ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার 'রূপসা'
০৫-০৭ মে	মিরপুর, কুষ্টিয়া
০৮-১১ মে	গাংনী, মেহেরপুর
১২-১৪ মে	চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা
১৫-১৮ মে	ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ
১৯-২১ মে	শার্শা, যশোর
২২-২৫ মে	ডুমুরিয়া, খুলনা
২৬-২৮ মে	মোল্লারহাট, বাগেরহাট
২৯-০১ মে-জুন	কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
মে-জুন, ২০২৫	ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার 'তিস্তা'
০৫-০৭ মে	শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০৮-১১ মে	ধামুইরহাট, নওগাঁ
১২-১৪ মে	খেতলাল, জয়পুরহাট
১৫-১৮ মে	আদমদিঘী, বগুড়া
১৯-২১ মে	বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ
২২-২৫ মে	সাঁথিয়া, পাবনা
২৬-২৮ মে	নাটোর সদর, নাটোর
২৯-০১ মে-জুন	গোদাগাড়ী, রাজশাহী
মে-জুন, ২০২৫	ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার 'মধুমতি'
০৫-০৭ মে	কালুখালী, রাজবাড়ী
০৮-১১ মে	সদরপুর, ফরিদপুর
১২-১৪ মে	মাগুরা সদর, মাগুরা
১৫-১৮ মে	গোসাইরহাট, শরীয়তপুর
১৯-২১ মে	রাজৈর, মাদারীপুর
২২-২৫ মে	গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ
২৬-২৮ মে	কালিয়া, নড়াইল
মে-জুন, ২০২৫	ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার 'কর্ণফুলী'
১২-১৪ মে	মীরসরাই, চট্টগ্রাম
১৫-১৮ মে	খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি
১৯-২১ মে	রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি
২২-২৫ মে	রোয়াংছড়ি, বান্দরবান
২৬-২৮ মে	পেকুয়া, কক্সবাজার
মে-জুন, ২০২৫	ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার 'ব্রহ্মপুত্র'
১২-১৪ মে	মাদারগঞ্জ, জামালপুর
১৫-১৮ মে	শেরপুর সদর, শেরপুর
১৯-২১ মে	মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা
২২-২৫ মে	নান্দাইল, ময়মনসিংহ
২৬-২৮ মে	মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
মে-জুন, ২০২৫	ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার 'কীর্তনখোলা'
১২-১৪ মে	উজিরপুর, বরিশাল
১৫-১৮ মে	নেছারাবাদ, পিরোজপুর
১৯-২১ মে	নলছিটি, ঝালকাঠি
২২-২৫ মে	কলাপাড়া, পটুয়াখালী
২৬-২৮ মে	আমতলী, বরগুনা
২৯-০১ মে-জুন	লালমোহন, ভোলা
মে-জুন, ২০২৫	ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার 'সুরমা'
১২-১৪ মে	সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ
১৫-১৮ মে	মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার
১৯-২১ মে	লাখাই, হবিগঞ্জ
২২-২৫ মে	কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট
মে-জুন, ২০২৫	ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার 'করতোয়া'
০৫-০৭ মে	চিরিরবন্দর, দিনাজপুর
০৮-১১ মে	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও
১২-১৪ মে	দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়
১৫-১৮ মে	সৈয়দপুর, নীলফামারী
১৯-২১ মে	কালিগঞ্জ, লালমনীরহাট
২২-২৫ মে	রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
২৬-২৮ মে	তারাগঞ্জ, রংপুর
২৯-০১ মে-জুন	সাঘাটা, গাইবান্ধা

স্থায়ী গবেষণাগারের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা

প্রধান কার্যালয় ঃ
মহাপরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা ভবন, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা- ১২১৫।
ফোনঃ ০২/৪১০২৫০৪১
গবেষণাগার সমূহের ঠিকানা ঃ
১। কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট মৃত্তিকা ভবন, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫। ফোনঃ ০২/৪১০২৫০৫২
২। বিভাগীয় গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা ভবন, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা- ১২১৫। ফোনঃ ঃ ০২/৪১০২৫০৪৯
৩। আঞ্চলিক গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট শাসনগাছা, কুমিল্লা। ফোনঃ ঃ ০২/৩৩৪৪০২১৯৯
৪। বিভাগীয় গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, দৌলতপুর, খুলনা। ফোনঃ ০২/৪৭৭৭০০৪৪২
৫। বিভাগীয় গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, শ্যামপুর, রাজশাহী। ফোনঃ ০২/৫৮৮৮৬৬৮৭৫
৬। আঞ্চলিক গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা ভবন, মাসকান্দা, ময়মনসিংহ। ফোনঃ ০৯১/৫১৩০৮
৭। আঞ্চলিক গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা ভবন, পূর্ব গঙ্গাবর্দী, যশোর রোড, ফরিদপুর। ফোনঃ ০২-৪৭৮৮৪৭৪৯০
৮। বিভাগীয় গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা ভবন, কাশিপুর, গনপাড়া, বরিশাল। ফোনঃ ০২/৪৭৮৮৩০৩৯৪
৯। আঞ্চলিক গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা ভবন, ছিলিমপুর, বগুড়া। ফোনঃ ০৫১/৬৬৭৩৬
১০। বিভাগীয় গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা ভবন পিরিজপুর, চন্ডিপুল সিলেট। ফোনঃ ০২/৯৯৬৬৩৩৩৬৫
১১। আঞ্চলিক গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা ভবন, চন্দ্রা, জামালপুর। ফোনঃ ০২/৯৯৭৭৭২৩২৬
১২। আঞ্চলিক গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা ভবন, গাবুয়া, নোয়াখালী। ফোনঃ ০৩২১/৬২৮৮৭
১৩। বিভাগীয় গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা ভবন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ০২/৩৩৪৪৬০৮১৯
১৪। আঞ্চলিক গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা ভবন, ৩৩/১, কালিশংকরপুর, কুষ্টিয়া। ফোনঃ ০২/৪৭৭৭৮২৫১৩
১৫। আঞ্চলিক গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর। ফোনঃ ০৫৩১/৬৬৩১৬
১৬। আঞ্চলিক গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা ভবন, মুরারিদহ, ঝিনাইদহ। ফোনঃ ০২/৪৭৭৭৪৬৬২৯
১৭। বিভাগীয় গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা ভবন, লালপুর, রংপুর। ফোনঃ ০৫২১/৫৫০৩১
১৮। আঞ্চলিক গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা ভবন, রওশন আলী সড়ক, নতুন খয়েরতলা, যশোর। ফোনঃ ০১৯১১৪৬৭৩১২।
১৯। আঞ্চলিক গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বঙ্গবন্ধু কলেজ রোড, গোপালগঞ্জ। ফোনঃ ০২/৪৭৮৮২১৬৯২
২০। আঞ্চলিক গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মহেন্দ্রপুর, পাবনা। ফোনঃ ০১৭১২৫৭২৬১৩
২১। আঞ্চলিক গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ। ফোনঃ ০১৭১২৯৭০৪৩৩
২২। আঞ্চলিক গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, জেলা বোর্ড, পটুয়াখালী। ফোনঃ ০২/৪৭৮৮৮৮০৪২১
২৩। আঞ্চলিক গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, দেওলা, টাংগাইল। ফোনঃ ০২/৯৯৭৭৫৩৩২৬
২৪। আঞ্চলিক গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি। ফোনঃ ০২/৩৩৩৩০৪৭২২
অন্যান্য গবেষণা কেন্দ্রঃ
১। মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা গবেষণা কেন্দ্র, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মেঘলা, বান্দরবান। ফোনঃ ০৪১/৬২৪৬৭
২। লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বটিয়াঘাটা, খুলনা। ফোনঃ ০৩/৬১৬২৪১২

* কর্মসূচী মোতাবেক শেষ দিনে উপস্থিত কৃষকবৃন্দের মধ্যে সার সুপারিশ কার্ড বিতরণপূর্বক ঐদিন অপরাহ্নেই এমএসটিএল পরবর্তী উপজেলায় পৌঁছাবে।

তথ্যসূত্রঃ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

বিস্তারিত জানার জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট অথবা সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

প্রচারেঃ কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময়

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশের চর এলাকায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় মাঠ দিবস এ অংশগ্রহণ ও খরিপ-১ মৌসুমের, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আউশ প্রণোদনার শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্যে সন্দীপের কৃষিকে আরো উৎপাদন মুখী কিভাবে করা যায় তা ব্যক্ত করেন।

মাঠ দিবসে সভাপতিত্ব করেন জনাব মো: ছাইফুল আলম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. ওবায়দুর রহমান মণ্ডল, পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা, কৃষিবিদ মো. নাসির উদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল, কৃষিবিদ মো: মসীহুর রহমান, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামার বাড়ি, ঢাকা, কৃষিবিদ মো: আবদুচ ছোবহান, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম, জনাব সুলতানা রাজিয়া, আঞ্চলিক বেতার কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিস, চট্টগ্রাম, কৃষিবিদ জনাব মো. মারুফ হোসেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, সন্দীপ উপজেলা ও অন্যান্য গণমাধ্যম কর্মী, কৃষি তথ্য সার্ভিস চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রতিনিধি, কৃষক-কৃষাণী, এলাকার কৃষি উদ্যোক্তা ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠান শেষে সচিব মহোদয় কুচিয়ানোড়ায় একটা আম গাছের চারা রোপণ করেন।

সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

বরিশালে অতিরিক্ত সচিবের সাথে কৃষি

প্রথম পাতার পর

ড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএইর প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ের পরিচালক মো. হাবিবউল্লাহ্ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (সম্প্রসারণ-৪) আক্তারুন্নাহার।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, কৃষিপণ্যের আমদানি নির্ভরতা কমানোর জন্য ফসলের উৎপাদন বাড়ানো দরকার। এ ক্ষেত্রে হাইব্রিড বীজের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা চাই। আর তা দেশের উৎপাদিত বীজের মাধ্যমেই যেন করা যায়। এ ছাড়া জমিতে জৈব-অজৈব সারের সুষম প্রয়োগ এবং পরিবেশ বান্ধব কৃষি উৎপাদনে জৈব বালাইনাশক ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি উপস্থিত কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশনা দেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিএই পটুয়াখালীর উপপরিচালক মো. নজরুল ইসলাম, বরিশালের উপপরিচালক মোসাম্মৎ মরিয়ম, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. জামাল হোসেন, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. রতন কুমার গণপতি, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা রেজওয়ান বিন হাফিজ, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. মাহমুদ আল নূর প্রমুখ। মতবিনিময় সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

বারি পেঁয়াজ-৪ এর পাইলট উৎপাদন শীর্ষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ আল-আমিন হোসেন তালুকদার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, রংপুর

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, রংপুর কর্তৃক আয়োজিত "বারি পেঁয়াজ-৪ এর পাইলট উৎপাদন" শীর্ষক একটি মাঠ দিবস কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলার চর বনগ্রামে ৮ এপ্রিল ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

PARTNER প্রকল্প (Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh) এর আর্থিক সহায়তায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ আল-আমিন হোসেন তালুকদার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, রংপুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ শাহাদৎ হোসেন, আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুর।

মাঠ দিবসে বক্তারা বারি উদ্ভাবিত নতুন জাত 'বারি পেঁয়াজ-৪'এর সম্ভাবনা ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন তারা জানান, এই জাতটি প্রচলিত জাতের তুলনায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বেশি ফলন দিতে সক্ষম পাশাপাশি, এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ও স্থানীয় পরিবেশ উপযোগী হওয়ায় কৃষকদের জন্য অধিক লাভজনক ও টেকসই চাষের সুযোগ সৃষ্টি করবে। কৃষক-কৃষাণী, স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ দিনব্যাপী এ মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত কৃষকরা বারি পেঁয়াজ-৪ এর ফলন ও গুণগত মান দেখে উৎসাহিত হন এবং আগামীতেও এর চাষাবাদে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে আধুনিক ও উচ্চফলনশীল জাতের প্রযুক্তি দ্রুত মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ পাবে বলে আয়োজকগণ আশা প্রকাশ করেন।

কৃষিবিদ মো. শাহাদৎ হোসেন, কৃতসা, রংপুর

খামারি

সার সাশ্রয় এবং অধিক ফলন প্রাপ্তির আধুনিক প্রযুক্তি
"খামারি"
মোবাইল অ্যাপস
ব্যবহার করুন

কলাপাড়ায় পাট ও কেনাফের চাষবিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মো. আবু জুবাইর হোসেন বাবলু অতিরিক্ত সচিব, গবেষণা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বিজেআরআই উদ্ভাবিত পাট ও কেনাফের চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ ১৪ মার্চ ২০২৫ উপজেলার পাখিমারায় অবস্থিত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিজেআরআই) উপকেন্দ্রের উদ্যোগে এর ক্যাম্পাসে এই কৃষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে এক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. আবু জুবাইর হোসেন বাবলু।

বিজেআরআইর খামার ব্যবস্থাপনা শাখার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডক্টর রনজিৎ কুমার ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ডক্টর সালাহউদ্দিন আহমেদ এবং পটুয়াখালীর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. নজরুল ইসলাম।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কলাপাড়া উপজেলা কৃষি অফিসার আরাফাত হোসেন, পাট গবেষণা উপকেন্দ্রের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সৈয়দ আফলাতুন কবির হিমেল, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল বাক্বী প্রমুখ।

প্রশিক্ষণে ৫০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, উপকূলীয় এলাকায় পতিত জমিতে পাট চাষ রয়েছে বিশাল সম্ভাবনা। উন্নতমানের পাট আবাদ করলে কৃষকরা লাভবান হবেন পাশাপাশি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে। পরিবেশ থাকবে অনুকূলে।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন চট্টগ্রামের বাঁশবাড়িয়া, সীতাকুণ্ড-গুপ্তছড়া, সন্দ্বীপ নৌপথে ফেরি সার্ভিস উদ্বোধন শেষে মোনাজাত করেন। সড়ক পরিবহন ও সেতু উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান; পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান; মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক ই আজম, বীর প্রতীক এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ ইমদাদ উল্লাহ মিয়ান উপস্থিত ছিলেন (সোমবার, ২৪ মার্চ ২০২৫)।

কৃষিবিদ সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

বগুড়ায় তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল, বগুড়ার আয়োজনে তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক কর্মশালা ০৯ এপ্রিল ২০২৫ বুধবার হলরুম, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়ায় দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, অতিরিক্ত পরিচালক, বগুড়া অঞ্চল, বগুড়া এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন মো: ছাইফুল আলম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। সভায় প্রধান অতিথি তার ভার্চুয়াল বক্তব্যে

ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব ছাইফুল আলম, মহাপরিচালক ডিএই এবং বক্তব্যরত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, অতিরিক্ত পরিচালক, বগুড়া অঞ্চল, বগুড়া

বলেন সরিষা একটি শীতকালীন ফসল। জমি পতিত না রেখে সরিষা চাষের ফলে জমিতে ফসলের নিবিড়তা বাড়বে ও একটি বাড়তি ফসল হিসেবে বিবেচিত হবে। জমিতে সরিষা চাষ, উর্বরতা রক্ষা করে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বারি ও বিনা বেশ কয়েকটি সরিষার উন্নত ও স্বল্পমেয়াদি জাত উদ্ভাবন করেছেন। তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় সরিষার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছি। স্বাগত বক্তব্য ও প্রকল্প কার্যক্রম উপস্থাপন করেন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, প্রকল্প পরিচালক, তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন শীর্ষক প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। কিনোট উপস্থাপন করেন ড. মোঃ শহিদুল আলম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, বগুড়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ আজিজুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী ও মোঃ মতলুবর রহমান, অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

আহমেদ আলী, কৃতসা, পাবনা

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অদা.) আর্টিস্ট ডিজাইনার, সুদীপ্ত শিকদার কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd